অব্যক্ত চিরকুট

চৈতী চ্যাটার্জী

BANGLADARSHAN.COM

সূচিপত্র

অপ্রকাশিত চিঠি	পৃষ্ঠা সংখ্যা
অপ্রকাশিত চিঠি ১	৩
অপ্রকাশিত চিঠি ২	৪
অপ্রকাশিত চিঠি ৩	৫
অপ্রকাশিত চিঠি ৪	৬
অপ্রকাশিত চিঠি ৫	৭
অপ্রকাশিত চিঠি ৬	৮
অপ্রকাশিত চিঠি ৭	৯
অপ্রকাশিত চিঠি ৮	১০
অপ্রকাশিত চিঠি ৯	১১
অপ্রকাশিত চিঠি ১০	১২
অপ্রকাশিত চিঠি ১১	১৩

BANGLADARSHAN.COM

অপ্রকাশিত চিঠি–১

বিকেলের মিষ্টি রোদ মেখে তোর হাত ধরে একদিন অনেকটা পথ হাঁটবো। হাতের মুঠোয় মোঁড়া আমার হাতটায় তোর স্নেহ মাখা স্পর্শ আমায় একরাশ ভরসা দেবে। খুব ইচ্ছে হাঁটতে হাঁটতেই বৃষ্টি আসবে ভিজবো তোর সাথে, অবশ্যই সেটা তখন মনখারাপের বৃষ্টি হবেনা। সেই বৃষ্টিতে ভিজে চুপচুপে হয়ে দুজন দাঁড়াবো কোনো বড় গাছের নীচে। মনের আয়নাতে নিজের ওই সিক্ত রূপ দেখে লজ্জায় মুখ লুকাবো তোর বুকে। আর তুই জড়িয়ে রাখবি আমায় খুব আবেশে নিজের মাঝে। আমার সিঁথিতে এঁকে দিবি তোর ঠোঁটের প্রথম স্পর্শ। শিহরিত হয়ে উঠবে আমার প্রতিটি রোমকূপ। তারপর বৃষ্টি কমলে আস্তে আস্তে ফিরে যাবো যে যার দুনিয়াতে। দুজনেই বাঁচবো নিজের নিজের পৃথিবীতে। শুধু কোনো মনখারাপের রাতে একান্তে ডুব দেবো সেই স্বর্গীয় স্মৃতিতে, পারিজাত ফুলের সুবাস মেখে অনুভব করবো তোকে। তোর সাথে কাটানো মূহুর্তটা বারবার মনে করবো আর মনের আয়নাতে রাঙিয়ে তুলবো নিজেকে, তোর মনের মহারানি কে। এমন একটা দিন উপহার দিবি আমায়??

BANGLADARSHAN.COM

অপ্রকাশিত চিঠি–২

আলাদা করে সময় বের করে তোর কথা ভাবতে হয় না আজকাল। অনুভবে মিশে গেছিস কিকরে যেন। কখনো খোলা চুলে কানের পাশে তোর নিঃশ্বাস অনুভব করি আবার কখনও রান্না করতে করতে আমার কোমরে ছোঁয়া পাই তোর দুষ্টু হাতের। আবার কখনও স্নানের শাওয়ারের জলে মিশে থাকছিস তুই। স্বপ্নে আজকাল তোর নিত্য আনাগোনা। মাঝেমাঝেই তোর সাথে বেরিয়ে পরি লঙ ড্রাইভে। তারপর একসঙ্গে ফুচকা খাওয়া বেশ ঝাল দিয়ে, আর খাওয়ার শেষে ঝাল কমানোর অছিলায় আলতো করে তোর ঠোঁট ছুঁয়ে দেওয়ার দুষ্টুমি। কেমন একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছি সবসময়, কল্পনা করছি তোকে সবসময়। কখনো বা নিজেকে খুঁজে পাচ্ছি সমুদ্র সৈকতেপায়ের পাতা ডোবা জলে হাঁটতে হাঁটতে তোর লেখা কবিতা শুনছি তোরই কণ্ঠে।...এ যেন এক স্বর্গীয় অনুভূতি। সমুদ্র পেরিয়ে কখনও স্বপ্ন পাড়ি জমাচ্ছে কোনো সুউচ্চ পাহাড়ে। সেখানে বরফ নিয়ে চলছে দুজনের অবিরাম খুনসুটি। খিদেতৃষ্ণা ভুলেছি দুজনেই ঠান্ডাও অনুভব করছি না সেই...ভাবে। এককাপ ধোঁয়া ওঠা কফির কাপে ঠোঁট ডোবাচ্ছি দুজনেই, একপ্লেট মোমোতেই আঙুল ছুঁয়ে যাচ্ছে একে অপরের। পাহাড়ের নিস্তব্ধতা ঘিরে ধরছে আমাদের ও, কথা নেই কারোর মুখেই। তবে চোখ বলছে অনেক কথাই, শুধু উপলব্ধি করছি। কল্পনা তো আর থেমে থাকেনা, তাই পাহাড় ছেড়ে মন এবার জঙ্গলের পথে পাড়ি জমায় তোর হাতের ভরসাতে। জঙ্গলের শান্ত পরিবেশ আর একাকিত্ব মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়া এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। ঝিঁঝির ডাক ছাড়া আর শব্দ বলতে শুকনো পাতার খসখস আওয়াজ। দুজনেই নিবিড় ভাবে অনুভব করছি রাতের অন্ধকার কে, শুধু আঙ্গুলে আঙুল ছুঁয়ে। ভোরবেলা কল্পনায় ভেসেই জঙ্গলের সবুজে খানিকটা হেঁটে আসি তোর সাথেই। কল্পনার ভ্রমণ শেষ হলে আবার সংসারজীবন, সেখানেও তোর অবারিত দ্বার। আমার জলভাতের পাতে দিব্যি ভাগ বসাচ্ছিস আমার অনিচ্ছেতেই। কখনোবা বৃষ্টিতে হাত টা ধরেই একছুটে ছাদে নিয়ে দায়িত্ব নিয়ে ভেজাচ্ছিস। কল্পনার বৃষ্টিতে ভিজে লাজুক রাঙা হাসি নিয়ে মুখ লুকাচ্ছি তোরই বুকে। এ এক অমোঘ আকর্ষণ যা অপ্রতিরোধ্য, যা কোনো দিন শেষ হবার না। স্বপ্ন কল্পনা-মিলেমিশে অবচেতনভাবেই ঘোরাফেরা করছিস আমার হৃদয় জুড়ে। এভাবেই হয়তো তোর মহারানির অবচেতন মন জুড়ে আষ্টেপৃষ্টে রয়ে যাবি তুই।

BANGLADARSHAN.COM

অপ্রকাশিত চিঠি–৩

শহর টা হয়তো বদলে নিবি, মনটা বদলাতে পারবিতো? তোর মনের মধ্যে আমার নামের অলিখিত স্থান টা অন্য কাউকে দিতে পারবি তো? হরফ করে বলতে পারবি ওই শহরের সূর্য ডোবা দেখে তোর একইরকম নাম না জানা মনখারাপ হবেনা। আমার মনে হয় একটু বেশিই হবে, কারণ তোর ঐ মুখ লুকানোর শহরে আমি নেই যে। কি জানি হয়তো আমার ভুল ধারণা, ভালো থাকার জন্যই তো যাচ্ছিস। যাতে আমি চাইলেও তোকে আমার অযৌক্তিক আবদার মেটাতে ছেলেমানুষের মতন ছুটে আসতে না হয়। অফিস থেকে ফিরে ক্লান্ত গলায় ফোন করে আর হয়তো বলবি না, “মাথাটা খুব যন্ত্রণা করছে,একটু টিপে দেবে মহারানি?” আচ্ছা অতো দূর থেকে তুই আমার মনখারাপ বুঝতে পারবি, অবশ্য পারলেও মন ভালো করতেই তো পারবিনা। ভালোই হবে, মনখারাপ গুলো আবার জমাবো মনের মধ্যেই। একআকাশ মনখারাপের পাহাড় জমতেই থাকবে, তবে অভিমানের বৃষ্টি আর নামবেনা। এই মন তোকে পাগলের মতন ভালোবাসলেও ভালোবাসা পাওয়ার দাবি কোনোদিনও জানাতে পারবে না। তোর বুকে মুখ লুকিয়ে আর কোনোদিন কাঁদবেনা। চোখগুলো তোকে না পাওয়ার দুঃখে আর অশ্রুজলে ভাসবে না।

BANGLADARSHAN.COM

অপ্রকাশিত চিঠি–৪

বেশ তো ছিলি অন্য নামে, অন্য পরিচয়ের আড়ালে। হঠাৎ কেন বলতো আবেগের বশে এমন কিছু কথা বলে ফেললি যা না বললেই হয়তো ভালো হত। একটা ভেঙ্গে যাওয়া মানুষকে ভরসা দিতে গিয়ে তার সবকিছু আরও এলোমেলো করে দিলি। যে মানুষটা অনেক বছরের চেষ্টায় একাই সামলে নিতো সবকিছু, যে শিখে গেছিলো তার কাঁদতে নেই, তার ভেঙ্গে পড়তে নেই। সেই নিঃস্ব মানুষটা যদি হঠাৎ একটা ভরসার কাঁধ পায়, একটা বিশ্বস্ত চওড়া বুক পায় শুধু নিজের জন্য, বলতো তার লোভ হবেনা? আমরা তো সবাই ভালোবাসার কাঙাল, সবার তো ইচ্ছে হয় কেউ তাকে সবসময়ই বেশি গুরুত্ব দিক, একটা বিশেষ নাম শুধুই যত্নে তোলা থাকুক তারই জন্য। তার সমস্ত আবদার অভিমানের কেন্দ্রবিন্দু থাকুক একজনকে ঘিরেই। জানি হয়তো চাওয়াটা অন্যায়, অযৌক্তিক ও। কিন্তু ঐ যে বেহায়া মন, আমার খায়, আমার পরে, অথচ আমার সাথেই বেইমানি করে। বুঝতেই চায় না, সব পাওয়ার অধিকার যে সকলের থাকে না। খুশি হতে, সুখী হতে সবাই তো চায়, হতে পারে কজন? অবুজ মন তাই তো আকাশকুসুম স্বপ্নের মায়াজাল বুনতে থাকে। জানি তুই অলীক কল্পনা, তাওতো ভেসে গেছি আবেগে, সামলে রাখতে পারিনি নিজেকে। মুঠোফোনের তোর স্পর্শটাও খুব দামি আমার কাছে। তোর সাথে কাটানো মুহূর্তগুলো কোনোদিনও ভোলা যাবে না, অবশ্য আমি ভোলার চেষ্টাই করবোনা কখনও। ওই একটাদিন বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখবো, আর মনে করবো তোকে আর পটভূমিতেও বাজতে থাকবে–"যে কটা দিন তুই ছিলি পাশে, কেটেছিল নৌকার পালে চোখ রেখে। আমার চোখে ঠোঁটে গালে তুমি লেগে আছো।" ঐ একটা দিনের স্মৃতি নিয়েই কাটিয়ে দেবো সারাজীবন। আর তোর আবেগের মুহূর্তে বলে ফেলা কিছু কথা, না রাখতে পারা কিছু প্রমিস, কিছু আবেগ মাখা আদর আর কিছু মিষ্টি সম্বোধন আমার কাছে শব্দবন্দী হয়ে আছে, যেগুলো প্রতিদিন তোকে নতুন করে কাছে এনে দেয় আরও একটু। যেই রাতগুলো তুই এড়িয়ে চলতে চাইতিস, ভয় পেতিস পাছে আমি দুর্বল হয়ে কেঁদে ফেলি, আমার চোখের জল তো সহ্য করতে পারিসনা একটুও। মজার কথা কি জানিস এখনো প্রতিটি রাত তোর কথাদের সাথেই কাটে আমার, নিজের অজান্তেই চোখের জলে বালিশ ভেজে। তবে তুই জানতে পারিসনা, তাই তোর হাত এসে মুছিয়ে দেয়না আমার চোখের অবাধ্য জলকে। হয়তো তুই ঠিকই বলিস, আমি এখনো বড্ড ছেলেমানুষ। আচ্ছা বড় হয়েই বা কি হবে, তুই আমার হবি? হবিনা, আমি তোর হব? হবনা। নদীর কোনোদিনও আর সাগরে মেশা হবেনা, মাঝপথেই যে সে গতি হারিয়েছে। তাই সারাজীবন তোর এই থমকে যাওয়া নদী তৃষ্ণার্ত চাতকের মতন চেয়ে থাকবে সমুদ্রের দিকে। তারচেয়ে এইতো বেশ আছি, তোর স্মৃতিদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, তোর আর আমার না গড়ে ওঠা অপূর্ণতায় মোড়া ডালভাত আর আরদের সংসার।–

BANGLADARSHAN.COM

অপ্রকাশিত চিঠি–৫

স্বর্ণযুগ বলে সত্যি কোনো বিশেষ সময় কে বোঝায় না। তুই যেই মূহুর্ত গুলো কাটাবি আমার সাথে সেগুলোই আমার কাছে আসলে স্বর্ণযুগ। সেটা যদি জীবন সায়াহ্নে এসেও হয় তাতেও আমি খুশী। আমি নির্ভরতা খুঁজে নেবো তোর হাতের কুঁচকে যাওয়া চামড়ার ভাঁজে। তখনো তোর চোখের অবাধ্য চাউনিতে আমি অষ্টাদশী কিশোরীর মতই লজ্জা পাবো। আমার পাকা চুলের খোপায় তোর কাঁপা হাতের বেলীর মালা লাগিয়ে দেওয়ার সময় আবার তোর প্রেমে পরবো নতুন করে। তোর লেখা মিষ্টি প্রেমপত্র পড়ে লজ্জায় তোর বুকেই মুখ লুকাবো। কোনোদিন গঙ্গার পাড়ে হাত ধরে হেঁটে বেড়াবো তোর সাথে, সঙ্গে তোর পছন্দের একটা আইসক্রিম খাবো দুজন ভাগাভাগি করে আর ফেরার পথে আমার পছন্দের ফুচকা। একআকাশ খুশী নিয়ে বাড়ি ফিরবো তোর হাত ধরে। আর রাতে তোর বুকে মাথা রেখে শান্তির ঘুম। কৈশোর, যৌবন তোকে নাইবা পেলাম, আমি বরং তোর বৃদ্ধ বয়সের প্রেমিকা হবো। একসাথে সংসারসুখ যদিবা না পাই, একসাথে তোর হাত ধরে স্বর্গরাজ্যে যাব।

BANGLADARSHAN.COM

অপ্রকাশিত চিঠি–৬

ভালো থাকতে শিখেই গেলাম, তোকে ছেড়ে, হ্যাঁ অবশ্যই তোকে ছেড়ে। রোজ রোজ তোর ফোনের অপেক্ষা করাও আজ থেকে ছেড়ে দিলাম, দুচারটে মিষ্টি কথা আর কিছু মিথ্যে প্রতিশ্রুতির লোভ আর নেই বিশ্বাস কর। তোর জমিয়ে রাখা কথাদের সাথেও আজকাল আর খুব বেশি সময় কাটাই না। আর তোর আর আমার ছবিগুলি সব মুছেই দিয়েছি মুঠোফোন থেকে, মন থেকে যদিও পারিনি পুরোপুরি। চেষ্টা করলে তো মানুষ সব কিছু পারে, আমি সামান্য তোকে ভুলে যেতে পারবো না। হয়তো ভালোবাসা টা সত্যি ছিল, হোক না সেটা মূহুর্তের জন্য। তাই সেটা তোলা থাক আমার মনের গোপন কুঠুরিতে, যেখানে শুধুই আমার অধিকার। তুই থাকবি আমার মনের অলিন্দ জুড়ে, কিন্তু সেই খবর তুই জানতেও পারবিনা। এরচেয়ে বড় ব্যর্থতা বোধহয় আর কিছুই নেই। তোকে ছেড়ে খুব সুখী আছি বলা ভুল, তবে ভালো থাকার চেষ্টায় আছি, আর সেই চেষ্টা টা মন থেকে।

BANGLADARSHAN.COM

অপ্রকাশিত চিঠি–৭

আমি সত্যি বড্ড সেকেলে, হ্যাঁ এখনকার ঝাঁচকচকে প্রেমিকার মতন নই একেবারেই। তাইতো একটা মিষ্টি প্রেমপত্রের আকাঙ্খা আমার চিরকালের। তুই যতই মজা করিস না কেন, যে কোনো দামি উপহারের থেকেও এটা আমার কাছে বেশি দামি, অমূল্য। যে কোনো উপহারসামগ্রী পয়সার বিনিময়ে কেনা যায়। কিন্তু চিঠি যা তোর নিজের হাতে লেখা তা পৃথিবীর কোনো জায়গায় হাজার হাজার টাকার বিনিময়ে ও কেনা যাবে না। ওই চিঠিতে যে তোর ছোঁয়া লেগে থাকবে। যতবার ওই চিঠিটা পড়বো অনুভব করবো তোকে। প্রতিবার পড়ার সময় শিহরিত হবো, হয়তো আঙ্গুলের স্পর্শ ও অনুভূত হবে শরীর জুড়ে। ডিজিটাল প্রেমপত্রে তোর হাতের ছোঁয়া বা গন্ধ মিশে থাকবে না যে। হয়তো ফেসবুক বা হোয়াটসআপে লোক দেখানো মাখোমাখো ব্যাপারটা থাকে, কিন্তু চিঠিতে যে আবেগ থাকে তা বোধহয় থাকে না ডিজিটাল প্রেমপত্রে। যদি কখনও খুব ঝগড়া করিস আমার সাথে, মনে এক আকাশ অভিমান জমিয়ে রেখে তোর সাথে যোগাযোগের সব পথ বন্ধ করে দিস তখন এই চিঠিতে খুঁজে নেবো তোকে। আমার বেঁচে থাকার অক্সিজেন আহরণ করবো ঐ ছোট্ট প্রেমপত্র থেকেই। যে কটা দিন তোর ব্লক লিস্টে থাকবো সেকটা দিন নাহয় ঐ প্রেমপত্রের মধ্যেই তোর নিঃশ্বাসের শব্দ শুনবো, তোর হাতের পরশ নেবো তোর সাজিয়ে দেওয়া অক্ষরে, তোর শরীরের গন্ধ নেবো চিঠিটা বুকে জড়িয়ে। আর যেদিন অভিমানের মেঘ গলে যাবে, সমস্ত ঝগড়ার শেষে আবার কাছে টেনে নিবি আমায় সেদিন তোর বুকে মুখ লুকিয়ে আবদার করবো আরও একটা মিষ্টি প্রেমপত্রের। যে প্রেমপত্র গুলোর জন্য আমি সহস্রবার তোর সাথে ঝগড়া করতেও রাজী। শুধু কথা দিবি আমায় প্রত্যেক ঝগড়ার শেষে এসে তুই তোর মহারানির রাগ ভাঙাবি একটা হাতচিঠিতে💝💝।

BANGLADARSHAN.COM

অপ্রকাশিত চিঠি–৮

ভেঙ্গে যাওয়া টুকরো জোড়া দেওয়াই কাজ ছিলো তোর, কাজ ঠিক নয় সখ। সেই মতই ভেঙ্গে যাওয়া আমিটাকে বেশ নিপূণতার সাথেই নতুন করে গড়েছিলিস তুই। তোর কথাতেই নতুন করে বাঁচতে চাওয়ার ইচ্ছে হয়েছিল আবার করে। ভালোবাসতে ইচ্ছে হয়েছিল নিজেকে, ভাবতে শুরু করেছিলাম আমার আমি কে নিয়ে। নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখা ইচ্ছেগুলো মুক্তি পেয়েছিল তোর হাত ধরেই। তোর ইচ্ছেটাই কবে যেন আমার ইচ্ছে হয়ে গেছে বুঝতেই পারিনি। নিজের ভাবনা গুলো কথার ছন্দে সাজিয়ে ফেলতে আজকাল আর তোকে বারবার বলতে হয়না। বেশ নিজের তাগিদেই এখন এলোমেলো আমি বেশ গুছিয়ে নি নিজেকে। হয়তো মন বুঝেছে তুই আর গুছিয়ে দিবি না নিজের হাতে। বাকি রাস্তাটা আমায় একাই চলতে হবে একাকী। হয়তো অনেক মানুষ পাশে আছে আজ,ভবিষ্যতে হয়তো আরও মানুষের ভালোবাসা আর অনুপ্রেরণাও পাবো। তবুও আমার প্রাপ্তির ডালি রিক্ত থেকে যাবে চিরকাল। হয়তো কোনোদিন বলবি, “তুমি ভাবো না, গুছিয়ে দেওয়ার জন্য আমি তো আছি-ই”–অপেক্ষায় আছি এই দিনের। তবে জানি দিনটা আর হয়তো আসবে না,মানুষ তো অপেক্ষা তেও বাঁচে। তবে তোর ইচ্ছে আর আমার ইচ্ছে যেদিন থেকে আমাদের ইচ্ছে হয়েই গেছে, সেই ইচ্ছের ইচ্ছেমৃত্যু ঘটতে দেবোনা কোনোদিন। তোর সৃষ্টি নাহয় বেঁচে থাকুক আমার কল্পনাতেই।

BANGLADARSHAN.COM

অপ্রকাশিত চিঠি–৯

হারিয়ে যাওয়া তুই, ‘কেমন আছিস’ এই ছোট্ট কথাটাও বলা হয়নি বহুবছর। অবশ্য ভালোই আছিস দেখতে পাই মাঝে মাঝে–অমন একটা মিষ্টি মেয়ের বাবা কি কখনো খারাপ থাকতে পারে? জানিসতো আজ আমি ও একটা মেয়ের মা, কিন্তু আমাদের এমন দুর্ভাগ্য আমাদের কোনো শুভ অনুষ্ঠানে আমরা প্রিয় বন্ধু কে আমন্ত্রণ জানাতেই পারিনি। আমরা তখন ক্লাস সেভেন, কি মিষ্টি বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল আমাদের। না তখনও তুই আমার প্রিয় বন্ধু হয়ে উঠিসনি। অবশ্য ঠিক কবে থেকে আমরা প্রিয় বন্ধু হয়েছিলাম কেজানে? বন্ধুত্বের গভীরতা তো আর দিন তারিখ দেখে হয়নি। মুঠোফোন না থাকলেও কি সুন্দর সম্পর্ক ছিল তোর আর আমার অবশ্যই শুধুই বন্ধুত্বের। দুজনের সব secret, সব পাপের সাক্ষী ছিলাম দুজনেই। ক্লাস ইলেভেনে উঠেও ভালোই চলছিল আমাদের bonding টা। কিন্তু হঠাৎই কিছু অতিউৎসাহী মানুষের নজর পড়লো আমাদের ওপর। এটা শুধু বন্ধুত্ব হতেই পারেনা এমনও মনে হতে শুরু হল–ছেলে আর মেয়ে আবার বন্ধু হয় নাকি? বিভিন্ন শুভাকাঙ্খী বন্ধুদের সহযোগিতায় বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কটা ভাঙতে শুরু করলো আর উচ্চমাধ্যমিকের আগেই সম্পর্কে ইতি পরলো। হারিয়ে ফেললাম তোকে, আমার ছোট্ট বেলার প্রিয় বন্ধুকে। এখন মুখোমুখি দেখা হলেও চোখ নামিয়ে এগিয়ে যাই দুজনেই, অনেক কথার পাহাড় জমে থাকলেও অভিমানের পাহাড় টপকাতে পারিনা কেউ ই। প্রেমভালোবাসায় শুধু অভিমান থাকে না, বন্ধুত্বে বোধহয় অনেক বেশি অভিমান জমে থাকে। তবে চাই তুই খুব ভালো থাক, ঠিক যেইভাবে তুই ও চাস আমি ভালো থাকি। কিন্তু খুব চাই জানিস তোর আর আমার মেয়ের খুব ভালো বন্ধুত্ব হোক, কারণ সেটা কেউ ভেঙ্গে দিতে পারবে না আলাদা লিঙ্গের দোহাই দিয়ে। আর হয়তো মেয়েদের হাত ধরেই আমরা কোনোদিন ফিরে পাবো আমাদের ছোট্টবেলার প্রিয়জন কে। তোর হারিয়ে যাওয়া বন্ধু।

BANGLADARSHAN.COM

অপ্রকাশিত চিঠি–১০

অনেক স্বপ্নের মতন জানি এটাও কোনোদিনো পূরণ হওয়ার না। তবুও কেনো জানিনা বারবার ঘুরিফিরে আসছে ‘ডালভাত আর আদরের সংসার’ এর স্বপ্নটা। ভোরবেলায় নিজেকে খুঁজে পাচ্ছি তোর বাহুডোরে। আমার ঘাড়ে তোর আলতো নিঃশ্বাস, আলসেমি জড়ানো গলায় ভালোবাসি শুনে ঘুম ভাঙার যে অবর্ননীয় সুখ সেটা কেউ বুঝতে পারবে না। আমার স্নানের পরে আয়নায় নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টাকে ব্যর্থ না করতে পারলে তো সকালের চা টা একটু বেশিই তেতো মনে হয় তোর। চুল আঁচড়ানোর সময় হঠাৎই পেছন থেকে চুলের মাঝে নাক ডুবিয়ে আমার গন্ধে হারিয়ে যাওয়াটাও রোজ একবার করে তোর প্রেমে পড়তে বাধ্য করে আমায়। তোর পাতের ভাতের প্রথম গরসটা আমার মুখে তুলে দেওয়ার বদভ্যাসটা এজন্মে বোধহয় আর ছাড়তে পারবিনা। তোর অফিস বেরোনোর তাড়াহুড়োতেও আমার কপালে এঁকে দেওয়া ছোট্ট হামিটা আমায় শুধু যে পরিতৃপ্তি দেয় তাই নয়, সত্যি নিজেকে মহারানিই মনে হয়। অফিস বেরিয়ে গেলেই একরাশ মনখারাপ নিয়ে তোর জন্য অপেক্ষা। অবশ্য মনখারাপটা কেটে যায় যখন ফিরে এসে পেছন থেকে জাপটে ধরে মাথায় সদ্য কেনা জুঁই এর মালাটা জড়িয়ে দিয়ে আলতো আলিঙ্গনে সব মনখারাপের মেঘ কাটিয়ে দিস। কিম্বা কোনো একদিন আমার ইচ্ছেতেই রাতের কলকাতা ঘুরতে যাওয়ার স্বপ্নটা পূরণ করার জন্য তোর বেদুইন জীবন বেছে নেওয়া। দুজনে বাইকে করে অজানার উদ্দেশ্যে ভেসে যাওয়া। ঘুম কাটানোর জন্য মাটির ভাড়ে চা আর ছোট্টবেলার প্রজাপতি বিস্কুট। আর তারপর রাতের কলকাতাকে সাক্ষী রেখে হারিয়ে যাওয়া এক অন্য দুনিয়াতে, যেখানে গতি ই শেষ কথা, থেমে যাওয়ার অপর নাম মৃত্যু। চিন্তাভাবনাহীন, বন্ধনহীন জীবন। ফেরার পথে জনমানবহীন রাস্তায় চাঁদের আলোতে একটু খুনসুটি আর অনেক কষ্টে জোগাড় করা একটা আইসক্রিমের ভাগাভাগি করে স্বাদ নেওয়া। সবশেষে ভোরের সূর্যের নরম আলো মেখে ফিরে আসি ঘরে, ফিরে আসি বাস্তবে। আসতে আসতে চোখ থেকে সরতে থাকে আমার না পূরণ হওয়া সখের সংসার।

BANGLADARSHAN.COM

অপ্রকাশিত চিঠি–১১

তুই তো জানিস সাতমহলা বাড়ি বা অট্টালিকার স্বপ্ন আমি কোনোদিনও দেখতাম না। তবে ছোট্ট খড় ছাওয়া কুঁড়েঘর আমার একটুও ভালো লাগে না, কিম্বা চাষীবৌ হয়ে জীবন কাটাতেও আমার ভালো লাগে না। আমি প্রচন্ড রোমান্টিক হলেও ইটকাঠপাথরের পৃথিবীটাই আমি বড় ভালোবাসি। একটা ছোট্ট ফ্ল্যাটবাড়ির ছবি বরাবরই আমার মনে আঁকা হয়ে আছে। সেই বাড়িটাকেই সাজাবো স্বপ্নের রাজপ্রাসাদের মতন। তুই হবি আমার স্বপ্নের মহারাজ, আমি তোর হৃদয়ের মহারানি। খুব যত্ন করে গোছাবো তোর আর আমার ডাল ভাত আর আদরের সংসারটাকে। বাড়ির প্রত্যকেটা ছোট্ট ছোট্ট জিনিস পছন্দ করে কিনবো নিজের হাতে। আর ব্যালকনিতে বানাবো এক চিলতে বাগান। হরেক রকম ফুলের গাছ বসাবো যাতে দরজা খুললেই একমুঠো ফুলের সুবাস এসে ঝাপটা দেয় চোখে মুখে আর এক অনাবিল আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে যায় মনটা। সন্ধ্যের গোধূলি আলোয় ফুলেদের মাঝখানে বসেই তুই আর আমি চায়ের কাপে ঠোঁট ডোবাবো আর হালকা ঠান্ডা হাওয়ায় চলবে একটু একটু খুনসুটি। আর তার সাথেই চলবে তারা গোনা মানে ঐ অহেতুক সময় কাটানো। হ্যাঁ, তোর গলার দুএক কলি গান বা আমার একটু আধটু কবিতাও চলতেই পারে। মোট কথা সারা পৃথিবীর মানুষকে ফাঁকি দিয়ে শুধু দুজনের একটু নিজেদেরকে খোঁজার সময়। অকারণেই কখনও কানে কানে বলব ‘ভালোবাসি।’ তবে হ্যাঁ মাঝে মাঝে কিন্তু ঝগড়া করব আর অভিমান করে বসে থাকব, তুই তা ভাঙাবি বলে। কিভাবে অভিমান ভাঙাবি সেটা অবশ্যই তোর দায়িত্ব। তবে তুই কোনো কারণে আমার ওপর রাগ বা অভিমান করলে আমি বেশ যত্ন করে তা ভাঙাবো। হঠাৎ পিছন থেকে তোর ঘাড়ে একটা মিষ্টি হামি, কিম্বা কিছুই না বলে তোকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরবো। ব্যাস, সব রাগ অভিমান গলে জল হয়ে যাবে। আর তাতেও যদি না গলে যাস তাহলে আমার সর্বশেষ অস্ত্র চোখের জল, যা তুই সহ্যই করতে পারিসনা। ব্যাস; বিনা যুদ্ধেই আমি জিতে যাব, আর তুই শুধুই অপলক চেয়ে থাকবি আমার দিকে। আমার হাতের সামান্য পেঁয়াজের ডাল, ডিমভাজা আর ধোঁয়া ওঠা গরম ভাত যেকোনো বড় রেস্টুরেন্টের বিরিয়ানির থেকেও বেশি তৃপ্তিতে খাওয়া দেখে হয়তো সবচেয়ে সুখী গৃহিনী মনে হবে নিজেকে। যত ছোট্ট হোক সুখ উপচে পড়বে সেই স্বপ্নের রাজপ্রাসাদে। অন্য কিছুর অভাব থাকলেও থাকবে না ভালোবাসার কোনো অভাব। বরং ভালোবাসার প্রাচুর্যতায় আমিই হব দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মহারানি। এমনই এক মুকুটহীন মহারাজের হৃদয় সাম্রাজ্যে মহারানি হয়ে রাজত্ব করার ইচ্ছে আমার সারাজীবনের।

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥